দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 8 APR 2003

বাকৃবি : বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা লাঠি হাতে প্রশাসন ভবনের দিকে ছুটছে -ইত্তেফাক

বাকৃবিতে পুলিশ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র ।। আহত ৫০

বাকৃবি সংবাদদাতা । অনার্স পর্যায়ে ত্রুটিপূর্ণ সেমিস্টার সংস্কারের দাবিতে ২০০১-০২ শিক্ষা বর্ষের আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে সোমবার ১০ ছাত্র গুলিবিদ্ধ এবং অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে। দিনব্যাপী খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ ও ভাংচুরের মধ্যে দিয়ে রণক্ষেত্রে রূপ নেয় বাকৃবি ক্যাম্পাস। উক্ত দাবিতে গত তিন মাস (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বাকৃবিতে পুলিশ

(শেষ পৃঃ পর)

ধরে আন্দোলন চলছে। সোমবার প্রশাসন বিশেষ একাডেমিক কাউন্সিল অধিবেশনে বসে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সকাল থেকেই ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে অধিবেশনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থে জব্বার আবেদীন মিলনায়তনে জমায়েত হয়। সেখানে তারা বিক্ষোভ করে। দুপুর ২টায় একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং শেষ হলে প্রক্টর প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সমাবেশে একাডেমিক সিদ্ধান্ত জানায়। সকল দাবি দাওয়া পূরণ না হওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভকারীরা প্রক্টরকে বয়কট করে মিছিল নিয়ে ভিসির বাসভবনে যায়। তারা ভিসির পদত্যাগের স্লোগান দিয়ে বাসভবনে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রশাসন ভবনে অবস্থান নেয়। এ সময় তারা প্রশাসন ভবনের জানালায় কাঁচ ব্যাপকভাবে ভাংচুর এবং পরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী, ভেটেরিনারি অনুষদ ভবন, কৃষি অনুষদ ভবনে ভাংচুর চালায়।

পুলিশ এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে ১৫ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। শিক্ষার্থীরা মারমুখী হলে পুলিশ ২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ হয় ১০ ছাত্র। ছাত্ররা আরো ক্ষেপে গিয়ে লাঠি-সোটা নিয়ে ভিসির বাসভবনের দিকে যায়। পুলিশ এ সময় শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে অর্ধশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। এ সময় পুলিশের এসি ফারুকও আহত হয়। গুলিবিদ্ধ রনি, সোহেল, শামীম, মনির আশংকাজনক অবস্থায় মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বর্ষের ছাত্ররা আন্দোলনে শামিল হয়। ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসি'র পদত্যাগের দাবি জানায়। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শান্ত করতে গেলে তারা জানায়, আমাদের নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না। কয়েকদফা চেষ্টার পর সুলতানা রাজিয়া হলের সামনে তাদের শান্ত করেন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ। পরে সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা সমাবেশে জানায়, আজ মঙ্গলবার থেকে লাগাতার ধর্মঘট চলবে। ভিসি প্রফেসর মুঃ মুস্তাফিজুর রহমান এ ব্যাপারে জানান, শিক্ষার্থীদের সকল দাবি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষক এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগামীকাল বুধবার জরুরী ভিত্তিতে সিন্ডিকেট সভা আহবান করেছে। এ সভায় শিক্ষার্থীদের সকল দাবি পূরণ হতে পারে বলে একটি সূত্র জানায়।

এদিকে প্রক্টর প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম সোমবার দুপুর থেকেই উধাও রয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলার সময়ে তিনি অনুপস্থিত থাকায় ক্যাম্পাসে গুজন উঠেছে তিনি পদত্যাগ করেছেন।